দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 14.4.84 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

৫১৪

বাড়ি বাড়ি বই ফেরি

খবরটি শুভ এবং অভিনন্দনযোগ্য। আজ পয়লা বৈশাখ থেকে একটি সংস্থা বাড়ি বাড়ি বই ফেরির কর্মসূচী নিয়েছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও তারা বই বিক্রি করবে। তাদের লক্ষ্য পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি করা, বই পড়া জনপ্রিয় করা।

আমাদের দেশে শতকরা কত ভাগ লোক নিয়মিত বই পড়ে, বই কেনে, পাঠাগারে যায়—এর পরিসংখ্যান জানা নেই। হয়তো বা জানাও সম্ভব নয়। তবে শিক্ষিতের হার থেকে অনুমান করা যায়, এ সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য এবং শহুরভিত্তিক। এখনও বই পড়া মূলত পরীক্ষায় পাসের পাঠ্যক্রম ভিত্তিক। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত অধিকাংশ প্রবন্ধও পরীক্ষার জন্য খেটেখুটে লেখা পরিশ্রমের ফসল। অনেকের ছাত্রজীবনের এই লেখাগুলি পত্রিকায় পাঠান। প্রকাশের জন্য দেনদরবার করেন। অর্থাৎ পেশা হিসাবে লেখা বা ব্যক্তি বা সমষ্টিগত চিন্তা-চেতনার ফসল হিসাবে লেখার দুর্ভিক্ষও এখন দেশে আছে। তবে কবিতা, গল্প বা উপন্যাস এখন লেখা হচ্ছে না, সে অভিযোগ করার অবকাশ নেই।

সমস্যা আছে ভিন্ন ক্ষেত্রে। চরম সমস্যা আছে প্রকাশনা শিল্পে। কাগজ-কালি থেকে সব কিছুরই দাম বেড়েছে। ১০ বছর আগের সাত টাকার বই সতাশ টাকা দাম হয়েছে। সে অনুপাতে ক্রয়ক্ষমতা বাড়েনি। তাই সাধ থাকলেও সাধ্যের সীমানা আছে। ফলে, পাঠ্যপুস্তক কিনেই আজ বাড়ি ফিরতে হচ্ছে। বাড়তি বই কেনার মানসিকতা মার খাচ্ছে।

এবং এ নিয়ে কথাও হয়েছে। আবেদন-নিবেদন করা হয়েছে বহুবার। বিশেষ করে প্রকাশনা শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এ শিল্পের সামগ্রী স্বল্প মূল্যে সরবরাহের অরজি পেশ করা হয়েছে বার বার। কোন কাজে আসেনি। সে পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আবেদন হচ্ছে স্বল্প ব্যয়ে বই প্রকাশের একটি প্রকল্প কর্তৃপক্ষ হাতে নিতে পারেন কিনা সে প্রশ্নটি বিবেচনা করে দেখার। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ ধরনের ব্যবস্থা আছে। এতে যেমন লেখকেরাও উৎসাহিত হন, তেমনি ক্রেতারাও উপকৃত হন।

এছাড়া আমাদের একটি বক্তব্য আছে বিদেশী পত্রপত্রিকা সম্পর্কে। আমরা প্রায়শই লক্ষ্য করছি যে বিদেশী পত্রপত্রিকার মূল্য নির্ধারণের কোন মাপকাঠি নেই। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে এর মূল্যের হেরফের হয়। এ মূল্য বিভিন্ন অজুহাতে একই এলাকার ভিন্ন ভিন্ন দোকানে খেয়ালখুশিমতই যেন নির্ধারিত হয়। এদিকে আমরা সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

স্থানীয় প্রকাশকরা বই বিক্রি বাড়ানোর জন্যে বই ফেরি করার পরিকল্পনার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন, এটাই আমরা আশা করি। ভালো বইয়ের অভাবে এখন বইয়ের বাজারে ঠাঁই করে নিয়েছে তৃতীয় শ্রেণীর গোয়েন্দা উপন্যাস, রগরগে ম্যাগাজিন ইত্যাদি। পাঠক ধরতে হলে ভালো বই দিতে হবে।

সর্বশেষে যারা বই ফেরির কর্মসূচী নিয়েছেন নববর্ষে তাদের অভিনন্দন জানিয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে উপরের সমস্যাগুলি সমাধান না হলে শুধু বাড়ি বাড়ি গেলেই বই বিক্রির সমস্যা মিটবে না।